তারুণ্য

এই ধরণীর পথে চলেছি হেঁটে এ জীবন ভ'রে
অনেক, অনেককাল ধ'রে-
কখনও নতুনত্বের অদম্য কৌতূহলে,
কখনও বা একঘেয়ে বেসুরো, ছন্দহীন তালে।
গ্রীষ্মে ও বর্ষায় হেঁটেছি যাতনায়, কখনও অতি কষ্টে
বন্ধ করিনি হাঁটা কদাপি দারুণ শীতের রাতে।
হেমন্তে ও বসন্তে হেঁটেছি পুলকে মহানন্দে
মনমাতানো আনন্দঘন রূপে-রসে-নানা-গন্ধে!

এহেন আমার দীর্ঘযাত্রায় কতো প্রাণ এসেছে দোরে
বারে বারে এই জীবন দিয়েছে ভ'রে
সুভাসিত ছিলো বহুজন তাদের সুমিষ্ট সুভাষণে
কিম্বা চিত্তজয়ী মিত্রতার সুমধুর লাবণ্যে।
তারই মাঝে কালস্রোতে কতো জন গেল হারিয়ে
অজানা সেই সবাকার চেনা অচীনপুরে।
অবিরাম তথাপি চলমান আমি আপন সুখে ও দুঃখে
দিগ্‌ভ্রান্ত ভেলায় ভাসি, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কক্ষে।

সময়ের স্রোতে বহিতে দেখেছি কতো মান, অপমান
সাক্ষী থেকেছি, শেষ বিদায়ে করেছি সম্মান।
আবার জঠরের যন্ত্রণা দেখেছি, কাতারে কাতারে নতুন
উদিত হ'য়েছে প্রতি প্রত্যুষে উষার সূর্য্যকিরণ।
নব নব ভ্রূণে বহু আছে ঢাকা
সৃজনী ও উদ্ভাবনী নানা আকাঙ্ক্ষা
তারুণ্যেই তবে উজ্জীবিত হবে নতুন ধরার সৃষ্টি
ওই দিকে তাই নয়ন ফেরাই-নবীনেই এখন দৃষ্টি।